সভ্যগুণ কি সভ্যতায় প্রতিফলিত

সমীরণ মজুমদার

সভ্যগুণ ও সভ্যতা দুটি অঙ্গাঙ্গি শব্দ। কিন্তু সভ্যগুণ কি ইতিহাসে বর্ণিত সভ্যতা সূচক ধারণাকে প্রতিফলিত করে? নাকি সভ্যগুণ ও সভ্যতা সমান্তরাল দুটি ধারণার বাহক।

সভ্যতার উপরিতল আর সভ্যতার অন্তঃস্থল বোধ করি একই রূপে প্রতিভাত নয়। একটু পর্যবেক্ষণ করলেই তা অনুভব করা যায়। যে দেশকে, যে সমাজকে, যে সময়কে সভ্যতার পরিচায়ক বলে তুলে ধরা হয় তার কোনটিই অন্তরে বাহিরে কথায়-কাজে, সামগ্রিক আচরণে সভ্য গুণান্বিত নয়।

উদ্ভাবনশীল মানুষদের গড়া সমাজ রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তার কিছু মূল্যবোধের নামই সভ্যতা। নাকি সভ্য সমাজ রাষ্ট্র ব্যবস্থাই হল সভ্যতা। তা হলে 'সভ্যগুণ' বলতে কী বোঝায় সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কোন মানব বসতি সভা, কী কী গুণ থাকলে মানুষকে সভ্য বলা যায়?

নগরায়ণকে সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্য বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতীয় আর্য সভ্যতায় নগরায়ণ দেখা দিয়েছে অনেক পরে। গ্রাম জীবনেই সে সভ্যতা উন্নত চিন্তার পরিচয় দিয়েছে। তা হলে কি বসতিতে নগরায়নের দর্পী আত্মপ্রকাশ যা উদ্বৃত্ত সম্পদকে ভিত্তি করে কীর্তি স্থাপন করেছে, তাই সভ্যতা? না কি চিন্তা ও জীবনযাপনে বিশেষ উদ্ভাবনশীল গুণই সভ্যতা। সম্পদ সৃষ্টি মানুষের জীবনে বহুবিধ পরিবর্তনের ইন্ধন। কিন্তু সে ইন্ধন কি মানুষকে ক্রমাগত সভ্য করে তুলেছে? না সভ্য হবার ভিত্তি সৃষ্টি করেছে? জ্ঞান বৃদ্ধি, সম্পদ বৃদ্ধি সভ্যতা হলে মানব যাত্রার সমস্ত স্তরেই তো একটু একটু করে জ্ঞান ও সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ ক্রমাগত সভ্য হয়ে চলেছে। এই সভ্য হয়ে চলা অবশ্যই কিছু গুণ প্রত্যাশা করে। কী সেই গুণ?

সভ্যতার বিচারে অশোক উন্নত সভ্যতার প্রতিনিধি না আলোকজান্ডার? হাম্বুরাবি কোড বা জাস্টিনিয়ানের ল উন্নত সভ্যতার গ্রন্থ না ঋকবেদ? সাম্রাজ্য বিস্তার সভ্যতা, না সংস্কৃতির বিস্তার সভ্যতা? অহিংসা সভ্যতা না হিংসা? নাকি স্বাধীনতা, শান্তি, অহিংসা, প্রেম, বন্ধুত্ব, কৃতজ্ঞতা, সেবা, সহিষ্ণুতা, সততা, ত্যাগ, সারল্য, সাম্য প্রভৃতি গুণ সভ্যতার পরিচায়ক। তা হলে সভ্য বলে পরিচিত নানা দেশে এগুলির স্থান কোথায়? কতটুকু? সভ্যতার ক্রম উন্নতিতে এই গুণগুলির কি ক্রমবিকাশ ঘটেছে? না পাশাপাশি দেখা দিয়েছে অন্য ধরনের নির্গুণ? বিকাশমান সভ্যতা বলে চিহ্নিত সমাজে সভ্যতার পরিচায়ক গুণগুলির বিপরীত চিত্রের প্রকাশ ঘটতেই দেখা যায় না কি?

নগারায়ণ ও সম্পদ সর্বত্র যুদ্ধ সৃষ্টি করেছে। সম্পদ ও ক্ষমতা অতি অস্তিত্ববান দুটি বিষয় কি সভ্যতা গড়ার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা বিরোধী শক্তিগুলির আত্মপ্রকাশ সহায়ক হয়নি? দৈনন্দিন প্রয়োজনের সরবরাহ সভ্য জীবনযাপনের দিকমুখ খুলে দিয়েছে। সভ্য চিন্তার সহায়ক হয়েছে। সভ্য আচরণও দেখা দিয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন মাত্রায় সম্পদের

অধিকার এবং বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতার অধিষ্ঠান চালিকা শক্তি হিসাবে সভ্যতা বোধের বিপরীত স্রোতেই বহমান, কতিপয় ব্যক্তির ব্যতিক্রমী আচরণ বাদ দিলে। সভ্যতা কার্যত সমাজের সামগ্রিক চরিত্রে, উপরিতলের সভ্য রূপ ধারণ করলেও অন্তঃস্থলে অসভ্য চরিত্রেই বহমান। মানবসভ্যতা শোষণ, লুণ্ঠন, বৈষম্য, অপরাধ, নারী নির্যাতন, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার, মুক্তচিন্তার দমন, ভণ্ডামী, হিংসা, প্রতারণা, মিথ্যাচার থেকে কোনও দিনই মুক্ত হয়নি। বরং বলা যায় এই সমস্ত অসভ্যতা সুলভ বৈশিষ্ট্যই হল প্রধান ধারা। তাকে কপটতার আশ্রয়ে আড়াল করে সভ্যতার নামাঙ্কিত হয়েছে। সমস্ত সভ্যতার সভ্য চরিত্র হল পরোক্ষ, সভ্য পটাবৃত রূপ হল ভঙ্গিমা। শাসক সমস্ত যুগেই, ব্যতিক্রম বাদ দিলে, আগে চূড়ান্ত ভোগী স্বার্থপর, পরে তারা রাজধর্ম। প্রশাসক, বণিক, কর্মী সকলেই সভ্য গুণ যে পথা নির্দেশ করে সেই মতো চলে না। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত নির্বাচনে সৃজনশীল পথে কিছু মানুষ সভ্য গুণ রক্ষা করে চলেন। সঙ্গে সরল সাধারণ মানুষ।

সভ্যতার স্বাভাবিক দাবি হল, পূর্ববর্তী সমাজ থেকে বৈষয়িক সম্ভার উৎপাদন ও উদ্ভাবনী চিন্তা বৈচিত্র্যে অগ্রসর হওয়া। উন্নত সভ্যতা সম্পদে আরও অগ্রসরতার দাবিদার। আঞ্চলিক আধারে গড়ে ওঠা সভ্যতাগুলি তার চতুর্দিকের জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের উপাদানের বিচারে অবশ্যই অগ্রসর। সেই অগ্রসরতার অক্ষপথেই বর্তমান মানব সভ্যতার আবির্ভাব। সে পথেই সভ্যতা বর্ণিত।

অন্য দিকটি হল, এই সভ্যতায় অঙ্গীভূত এবং অনঅপনেয় কিছু না সভ্যতার চরিত্র। যাকে পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে আদৌ অগ্রসরতা বলা যায় না। সভ্যতার ভিতর না সভ্যতার অবস্থানকে দেখাই হয় না। হানিবাল বীর। সে বীরত্ব সভ্যতার জন্য কী প্রয়োজন? জেঙ্গিস-তৈমুরের রক্তাক্ত ইতিহাস সভ্যতার জন্য কতটা ফলপ্রসূ? ইতিহাসের কীর্তি অর্থ তা রাজারাজরার ভোগবিলাসের সম্ভার। নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় জারের সামার প্যালেস, উইন্টার প্যালেস তো সভ্যতার ইতিহাস বলেই মানুষ দেখতে যায়।

পিরামিড ফারাওয়ের পুনর্জন্ম লাভের কুসংস্কারের ফলশ্রুতি। মায়া সভ্যতার পিরামিড তো মানুষকে বলি দেবার উচ্চাসন। রোমের কলোসিয়াম পশুর মুখে মানুষ দর্শনের উল্লাস মঞ্চ। চীনের প্রাচীর যুদ্ধের ঢাল। এ সমস্ত ক্ষেত্রেই স্রষ্টা রূপে শিল্পী, কারিগর দক্ষতায় সভ্য গুণান্বিত। কিন্তু সৃষ্টির লক্ষ্যে অসভ্যতার ফলশ্রুতি। সভ্যতার গরিমায় তার সৃষ্টি, না সভ্যতার কান্নায় তার আবির্ভাব। সে যুগের সভ্য মন এই সব কিছুর স্রষ্টা নয়। ইতিহাস সজ্জিত হয়েছে এক দর্পী ভোগের আড়ালে। মানুষের সৃজনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে পরোব।

যুদ্ধ ও সভ্যতা

অতীতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার দিকে তাকালে যুদ্ধই মানুষের নির্বন্ধ বলে মনে হবে। অতীত চলেছে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে। যুদ্ধ সভ্যগুণ নয়। কিন্তু সভ্যতার চলমানতা যুদ্ধের রথে।

যুদ্ধপারঙ্গম মোঙ্গল হত্যা স্রোতে বৃহত্তর সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধ জয়ে লুণ্ঠন আর শোষণ ছাড়া রোম হতে পারে না। লুণ্ঠনের সম্পদেই তৈমুরের হাতে সমরখন্দ রোম হতে চেয়েছিল। যে যুদ্ধকে সর্বদা সভ্যতার শত্রু বলে বিবেচনা করা হয় গোটা মানবজাতির ইতিহাস সেই যুদ্ধেরই ইতিহাস। ক্ষমতার উল্লাসের ইতিহাস। দুর্বলকে দমনের ইতিহাস।

এরই মাঝে বলতে গেলে সভ্য গুকণ বলে চিহ্নিত হতে পারে এমন বিষয় উচ্চারিত হয়েছে, এক অর্থে, এই বীরভোগ্যা সমাজের প্রতিবাদ হিসাবে।

মিশর প্রাচীন ইতিহাসের সভ্যতা, পিরামিড আর মন্দিরে শোভিত, ক্ষমতার দম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। মিশরের উত্তরের সমুদ্র অঞ্চলের আগ্রাসী শক্তিকে যুদ্ধের মাধ্যমে মোকাবিলা করে রামোসিস-৩ মিশরকে সভ্যতার স্তম্ভ করে তোলেন। গ্রিস নিজেদের ভিতর যুদ্ধকে গৌরব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। বীরত্ব ছিল শ্রেষ্ঠ গুণ। পারস্য যখন যুদ্ধেরই ভয়াল মূর্তি তখন গ্রিস পারস্যরাজ জেরেকসেসকে সালামিসের যুদ্ধে পরাজিত করে গ্রিসের পরবর্তী ইতিহাস রচনা করে। গ্রিক বীর আলেকজান্ডার সমর নায়ক হিসাবেই ইতিহাস গৌরবান্বিত। কার্থেজের হ্যানিবাল আল্পস ছাড়িয়ে ইউরোপে যুদ্ধের ত্রাস সঞ্চার করেন। আবার রোমের কাছে যুদ্ধে পরাজয়েই কার্থেজের ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হয়। রোমান সম্রাট অক্টাভিয়ান, অ্যাকটিয়ামের যুদ্ধে জয়লাভ করে, মিশরের সভ্যতার অগ্রগতি স্তব্ধ করে দেন। রোমান সম্রাট অগাস্টাস রাইন নদীর ওপারে জার্মানি পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে পরাজিত হওয়ায় জার্মানির ইতিহাস ভিন্ন পথেপ্রবাহিত হয়। অন্যদিকে রোমান শাসন জেরুজালেমে প্রতিষ্ঠার পর জেরুজালেম ধ্বংস করে দিয়ে ইহুদি জাতিকে ছন্নছাড়া জনতায় পরিণত করে।

বিশ্বাসের জগৎ ধর্ম একই যুদ্ধের পথে সভ্যতার কাণ্ডারী হতে চেয়েছে। রোম সাম্রাজ্য যখন অন্তর্কলহে জর্জরিত এবং নানা ধরনের বর্বর জাতির আক্রমণে পর্যুদস্ত তখন কন্সস্টাইন শাসন দণ্ড ধারণ করে মিলভিয়ান ব্রিজের যুদ্ধে খ্রিস্টান ক্ষমতার অধীশ্বর রূপে আবির্ভূত হন। হুন অ্যাটিলার আক্রমণে রোমও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ইসলামের জয়যাত্রা শুরু হয় মদিনার নির্ণায়ক যুদ্ধে। তারপর থেকে ইসলামের ক্ষমতা কেন্দ্রের পরিবর্তন যুদ্ধ ও দ্বন্দ্বে নির্ধারিত, তার সম্প্রসারণ মানেই ছিল যুদ্ধ। ইউরোপে দুই নবীন ধর্ম দীর্ঘকাল জুড়ে ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে যায়। ফ্রান্সে ক্যাথলিক গোষ্ঠী প্রোটেস্ট্যান্টদের হত্যাকাণ্ড চালায় সেন্ট বার্থলোমু দিবসে। তা দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের প্রেরণা হয়ে থাকে অনেক দিন। প্রুশিয়ার ম্যাগডেবার্গের প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের অনুসারীদের ওপর, ক্যাথলিক রাজা লিওপোল্ডের আদেশ অমান্য করলে হামলা চালানো হয়। পরিণামে গোটা ইউরোপে ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ দেখা দেয় — ইংল্যান্ডে, ডেনমার্ক, স্পেন, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

জার্মানি গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হলে অটো এক বর্বর-ম্যাগিয়ার ও দেশীয় যুদ্ধবাজদের লেকফেল্ডের যুদ্ধে পরাজিত করে জার্মানকে চলার শক্তি দান করেন। উইলিয়াম অব নরম্যানডি ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংলন্ড আক্রমণ করে যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে ইংল্যান্ডের ভাগ্য নির্ধারিত করেন। ইংল্যান্ডের এডওয়ার্ড তিন এবং ফ্রান্সের ফিলিপ ছয়-এর সূচিত যুদ্ধ ইউরোপে শতাব্দীর যুদ্ধে পরিণত হয়। উত্তর চীন যুদ্ধ করে দখল করে সমর নায়ক জেঙ্গিস খান। অটোমান টার্ককে পরাজিত করে তৈমুর ইউরোপের পথ চলাকে বদলে দেয়। জেঙ্গিস, আলেকজান্ডার, সাইরাস ও তৈমুর যুদ্ধকে ইতিহাসের পাতায় ঘটনা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইংল্যান্ডের হেনরি-পাঁচ ফ্রান্সের সিংহাসনের দাবি নিয়ে শতাব্দীর যুদ্ধের পুনরাবর্তন করেন। অটোম্যান টার্ক পূর্ব ইউরোপে রোমান অস্তিত্ব সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে

দেয় এক ভয়ংকর যুদ্ধে কন্সট্যান্টিনোপলের পতনের মধ্যে দিয়ে। লুই এগার ফ্রান্সের বার্গান্ডিকে পরাজিত করলেও ক্ষমতার লড়াই চলতেই থাকে। ইংল্যান্ডের ত্রিশ বছরের গৃহযুদ্ধ শেষ হয় হেনরি কর্তৃক রিচার্ড-তিনকে বোসওয়ার্থের যুদ্ধে পরাজিত করার পর। ফ্রান্সের অযোগ্য রাজা চার্লস-সাত ইতালি অক্রমণ করেন। পরিণামে হোলি রোমান এম্পায়ার এবং স্পেন ফ্রান্সকে ঘিরে ফেলে।

দক্ষিণ আমেরিকার মেকসিকোর আজটেক সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায় হারন্যান্ড করটিসের বন্দুক যুদ্ধের মাধ্যমে। ফ্রান্সিসকো পিরাজো একই ভাবে সশস্ত্র আক্রমণে পেরুর ইনকা সভ্যতা ধ্বংস করে ফেলে। এরপর সমগ্র আমেরিকায় এই অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেই রেড ইন্ডিয়ানদের নিশ্চিহ্ন করা হয়।

রাশিয়ার জার আইভান চার ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস সৃষ্টি করেই প্রজা শাসন করার প্রয়াসী হন। সে ছিল হত্যা, নির্বাসন, দণ্ডদানের অবিরাম ধারা। মোগল যোদ্ধা বাবর যুদ্ধের দক্ষতাতেই ভারতের ইতিহাস বদলে দেন। জাপানে সেকিগাহারার সংকীর্ণ উপত্যকায় এক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে টোকুগাওয়া নতুন এক যুগের সূচনা করেন।

ভিয়েনা যখন সভ্যগুণে উন্নতির শিখরে অটোম্যান সুলতানের আক্রমণে তা বিদ্ধস্ত হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ শক্তির দক্ষতায় পলাশির যুদ্ধই ভারতে দীর্ঘ উপনিবেশ শাসনের সূত্রপাত ঘটায়। অস্ট্রিয়ার হুপসবার্গ সম্রাট চার্লস ছয়ের মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা মারিয়া থেরেসা ক্ষমতায় বসলে চারদিক থেকে প্রুশিয়া, ব্যাভেরিয়া, স্পেন, ইংল্যান্ড নানা দাবিতে যুদ্ধ শুরু করে যার ক্ষেত্র প্রসারিত হয় ভারত ও আমেরিকা পর্যন্ত। ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডে ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত, পশ্চিম আফ্রিকা জুড়ে নানা রকম যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তাদের উপনিবেশ দখল সম্পূর্ণ করে। নেপলিয়ান রাশিয়া দখল করার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন, যদিও ফিরে আসতে বাধ্য হন। রাশিয়া অটোম্যান রাজত্ব দুর্বল ভেবে আক্রমণ করার উদ্যোগ নিলে কেবল আশংকা থেকেই ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড রাশিয়ার ক্রিমিয়া উপদ্বীপ আক্রমণ করে।

আর দুই বিশ্বযুদ্ধ তো মানব সভ্যতার চরম রূপকেই তুলে ধরে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত শক্তিধর দেশ ঠান্ডা লড়াই করেই চলেছে। এখনও পর্যন্ত যুদ্ধই মানব সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সেখানে আলোকোজ্জ্বল চিন্তা, আবিষ্কার, সৃষ্টি সবই যেনপরোক্ষ পাওনা। ক্ষমতা ও উদ্বৃত্তের দখলে এখনও যুদ্ধই মানব সভ্যতার চালিকা শক্তি। সভ্য গুণ বলে যা কিছু সংজ্ঞায়িত তা আজও পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পায়নি যুদ্ধের সুপ্ত উপস্থিতির কারণে। যুদ্ধের অন্তর্ধান ছাড়া সুসভ্য মানব সমাজের আবির্ভাব সম্ভব নয়।

ধর্ম ও সভ্যতা

ধর্ম হল ইতিহাসের এক অত্যাচারের ফোয়ারা। তা কখনও মানুষের রক্তে লাল, কখনও মানুষের অত্যাচারের নীল। মানুষকে আর কোনও প্রকল্পেরসামনেই এত অপমান ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি। ধর্মীয় নেতারা প্রায়ই এক একজন ভণ্ড, প্রতারক। অসংখ্য মিথ্যা ও স্তোকবাক্যের উপর দাঁড়িয়ে ধর্ম রাজত্ব করে চলেছে। এটাই ধর্মীয় সভ্যতা। মন্দির-মসজিদ-গির্জার চাকচিক্যে সভ্যতা প্রদীপ্ত হলেও সেগুলি কি মানুষের মানসিক দৈন্যতা ও সংকীর্ণতার কেন্দ্রে নয়? তা কি সভ্য গুণের চিহ্ন?